

ইউডার সমাবর্তন অনুষ্ঠানে শিক্ষামন্ত্রী উচ্চশিক্ষা শুধু আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না

নিজস্ব প্রতিবেদক >

বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্জিত জ্ঞান সমাজের কর্ম আলোকিত মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দিতে হবে। কর্মক্ষেত্রে ও সমাজে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার জন্য প্রজ্ঞা ও মেধাকে ব্যবহার করতে হবে। সেটা যেন সাধারণ মানুষের প্রাণে সাহস জাগায়। দেশপ্রেম, সত্যতা আর নিষ্ঠার মাধ্যমে তা করতে হবে। গতকাল বৃহস্পতিবার শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ বঙ্গবন্ধু আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে ইউডার (ইউনিভার্সিটি অব ডেভেলপমেন্ট অস্ট্রেলিয়া) যষ্ঠ সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতির বক্তৃতায় এসব কথা বলেন। তিনি রাষ্ট্রপতির অনুমতিক্রমে ওই সমাবর্তন অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। তিনি বলেন, 'বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে জ্ঞানচর্চা, গবেষণা ও নতুন জ্ঞান অনুসন্ধান করতে হবে। নতুন জ্ঞান সৃষ্টি করতে হবে। আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর সৃষ্ট জ্ঞান জাতির মৌলিক ও বিশেষ সমস্যাগুলোর সমাধান দিতে পারে। এ জন্য বিশ্ববিদ্যালয়গুলোকে সে ধরনের পরিকল্পনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার পরিবেশ এবং গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য অব্যাহত প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। এ জন্য বিষয় বাছাই, শিক্ষাক্রম উন্নয়ন, শিক্ষাদানের

পদ্ধতি উন্নত ও যুগোপযোগী করতে হবে।'

শিক্ষামন্ত্রী বলেন, 'উচ্চশিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো এমন মানবসম্পদ সৃষ্টি যারা আমাদের নিজস্ব সংস্কৃতির চেতনায় লালিত হয়ে জাতীয় সমস্যা সমাধানে অবদান রাখতে সক্ষম হবে। যাদের চিন্তায় থাকবে সৃষ্টিশীলতা, উদার নৈতিকতা, মানবপ্রেম ও বিজ্ঞানমনস্কতা। উচ্চশিক্ষা যাতে কেবল সীমাবদ্ধ আনুষ্ঠানিক বিদ্যায় পরিণত না হয় তা নিশ্চিত করতে হবে। কিন্তু দুঃখজনক বিষয় হলো, অনেক বিশ্ববিদ্যালয় তাদের শিক্ষায় সঠিক নির্দেশনা দিতে পারছে না। অনেকেই শিক্ষা বাগিচা করছে। তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের কথা ভাবা হচ্ছে।' অনুষ্ঠানে সমাবর্তন বক্তা ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য ড. এমাজউদ্দীন আহমদ। তিনি বর্তমানে ওই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইমেরিটাস প্রফেসর হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। বক্তব্যে তিনি বলেন, 'ঘোড়াকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য প্রয়োজন চাবুক। আর শিক্ষার্থীদের সঠিক শিক্ষার জন্য প্রয়োজন সঠিক শিক্ষা কাঠামো আর দক্ষ শিক্ষক। কিন্তু বর্তমানে এর বড় অভাব। সব কিছুতেই রাজনীতি ঢুকে গেছে। শিক্ষা এবং শিক্ষকরা চলেছেন রাজনৈতিক নির্দেশনার মাধ্যমে।'